প্রথম আলো

তারিখ 20 AUG 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ক্ষমতাসীন দলের নেতা হলে ক্লাস নিতে হয় না!

আবুল কালাম মুহম্মদ আজাদ, রাজশাহী ●

বিএনপির নেতা হওয়ায় চারদলীয় জোট সরকারের আমলে শিক্ষক আব্দুল গণি নিয়মিত ক্লাস নেননি। একটানা তিন মাস অনুপস্থিত থেকেও বেতন তুলে নিয়েছেন। মহাজোট ক্ষমতায় আসার পর কৃষক লীগের নেতা হওয়ায় ইয়াসিন আলীও ক্লাস নিচ্ছেন না। এভাবেই চলছে রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার বেলনাতলা রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিদ্যালয়টি নিবন্ধিত হয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষক আছেন চারজন। শিক্ষার্থী ১৮৬ জন। আছে পাকা ভবন, খেলার মাঠ। তবে ওই বিদ্যালয়ে শিশুদের পাঠিয়ে তাদের পড়াশোনা নিয়ে উদ্বিগ্ন অভিভাবকেরা। তাঁদের অভিযোগ, শিক্ষক আব্দুল গণি পুঠিয়া উপজেলার ভালুকগাছি ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সহসভাপতি হওয়ায় জোট আমলে নিয়মিত ক্লাস নেননি। মাঝেমধ্যে এসে হাজিরা খাতায় সই করে বেতন তুলে নিয়েছেন। স্থানীয় আওয়ামী লীগের একজন কর্মী হত্যা মামলার আসামি ছিলেন তিনি। ওই সময় একটানা তিন মাস অনুপস্থিত থাকার কারণে তাঁর বেতন বন্ধ হয়ে যায়। পরে বিএনপির ওই সময়ের এক সাংসদের হস্তক্ষেপে তাঁর বেতন হয়।

আব্দুল গণি বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে মামলা হওয়ায় তিন মাস বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতে পারিনি। তাই বেতন বন্ধ হয়।' জোট আমলে পাঁচ বছর বিদ্যালয়ে ঠিকমতো উপস্থিত না থাকা নিয়ে অভিভাবকদের অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটা ঠিক নয়।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ভালুকগাছি ইউনিয়ন কৃষক লীগের সভাপতি ইয়াসিন আলীও নিয়মিত আসেন না বলে অভিযোগ উঠেছে। ১০ আগস্ট বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, শিক্ষক ইয়াসিন অনুপস্থিত। হাজিরা খাতায় দুই দিনের সই বাকি রয়েছে।

প্রধান শিক্ষক আব্দুল কুদ্দুস বলেন, ইয়াসিন আলী ১ আগস্ট এসে একদিনে আট তারিখ পর্যন্ত সই করে গেছেন। তিনি বলেন, 'আমাকে বিএনপির সময় বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের সময় আওয়ামী লীগ নেতার কথামতো চলতে হয়।' শিক্ষকেরা ক্লাস না নেওয়ায় শিক্ষার্থীদের হাজিরার তথ্য তিনি পাচ্ছেন না। ফলে উপবৃত্তির টাকা নিয়ে বেকায়দায় পড়েছেন।

বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থী রহিমা খাতুন জানায়, ইয়াসিন স্যার তাদের ইংরেজির শিক্ষক। কিন্তু প্রায়ই তাদের ইংরেজি ক্লাস নেন প্রধান শিক্ষক।

গত ১০ আগস্ট দুপুরে ইয়াসিন আলীকে বিদ্যালয় থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে ধোপাপাড়া বাজারে একটি চায়ের দোকানে লোকজন নিয়ে বসে থাকতে দেখা যায়। বিদ্যালয় থেকে ছুটি নিয়ে এসেছেন কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমার ছুটির প্রয়োজন হয় না। জনগণের সেবায় ব্যস্ত আছি। সভা-সালিস করতে হচ্ছে।'

তিনি বলেন, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা একটা সমস্যায় পড়েছেন, তা সমাধনের জন্য তাঁকে যেতে হচ্ছে। শিক্ষা কর্মকর্তার অধীনে চাকরি করে তাঁর সমস্যা কী করে সমাধান করবেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমি পলিটিক্যাল ফিগার না!' ক্লাস ফাঁকি দিয়ে রাজনীতি করার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তিনি তাঁর মেয়েকে দিয়ে ক্লাস করাচ্ছেন। পুঠিয়া উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা গোফরান হালিম বেলনাতলা রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনিয়মের প্রসঙ্গে বলেন, 'এতটা নয়, কিছুটা অনিয়মের কথা শুনেছি। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় সাংসদ আবদুল ওয়াদুদের সঙ্গে কথা বলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব।'